তারিখ 07 APR 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

সংবাদ

# দেশে ৩২ হাজার ৩১টি স্কুল-কলেজ মাদক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে ৩২ হাজার ৩১টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে ২১ হাজার ৮৩টি প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬৫ দশমিক ৪২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে কমিটি করা হয়েছে। বাকি ১০ হাজার ৯৪৮টি প্রতিষ্ঠানে এখনও মাদকবিরোধী কমিটি করা হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠানে দ্রুত কমিটি করতে হবে। শুধু কমিটি করলেই হবে না। মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব কমিটিকে কাজ করতে হবে। সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনার করতে হবে।'

মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে 'মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজাম্মেল হক খান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মাদক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সবচেয়ে মাদক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হচ্ছে, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেসব শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত হয়, তারা মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই শুরু করে। এরপর উচ্চমাধ্যমিকে গেলে তারা বাধাহীনভাবে মাদক সেবনের সুযোগ পায়।'

যদি কোনো শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত হয়, তাহলে তার দায় তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের নিতে হবে মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থী যদি মাদকাসক্ত হয়, তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে, সে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। সেই শিক্ষার্থী যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হবে, সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের দায়ী করা হবে। কারণ একজন শিক্ষার্থী যে স্কুলে পড়াশুনা করে, সে সেই স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে সময় কাটায়, তাদের কথা শুনে থাকে বেশি।'

পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

## দেশে : ৩২ হাজার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের মাদকের মতো ভয়াবহ সমস্যা থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ক্লাসরুমকে আকর্ষণীয় করা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ সহশিক্ষা কার্যক্রমকে জোর দেয়া, হতাশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং করা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কর্মসূচি পালন করার জন্য মন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মাদকবিরোধী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এ ধরনের আরও বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে জানান নুরুল ইসলাম নাহিদ।